ইউনিট ৪: শিক্ষা পরিকল্পনা চক্র

ভূমিকা

শিক্ষা হলো উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। পৃথিবীর উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখ যায় শিক্ষাই উল্লিখিত দেশগুলোর মানদণ্ড (indicator) ঠিক করে দিয়েছে। অর্থাৎ যারা উন্নত তারা শতভাগ শিক্ষিত, যারা উন্নয়নশীল তাদের শিক্ষার হার শতকরা পঞ্চাশ থেকে ষাটভাগ এবং অনুন্নত দেশগুলোর শিক্ষার হার শতকরা পঞ্চাশ ভাগের নিচে। শিক্ষায় উন্নয়নের মূলে রয়েছে শিক্ষা পরিকল্পনা। এটা স্বল্প, মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে। পরিকল্পনা (planning) একবারেই শেষ হয়না ও স্থবির থাকে না। এটা গতিশীল (dynamic) ও চক্রাকারে (cyclic) চলতে থাকে। তবে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে কতগুলো ধাপ (steps) অনুসরণ করতে হয়। এটা শুরু হয় সম্ভাব্যতা যাচাই (need assessment) দিয়ে। এরপর বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশলের সাহায্য নেয়া হয়। শিক্ষা পরিকল্পনা চক্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যয় বিশ্লেষণ ও অর্থের উৎস নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আলোচ্য ইউনিটটিকে আলোচনার সুবিধার্থে নিচের ৫টি পাঠে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে–

পাঠ ৪.১: অবস্থা / প্রয়োজন বিশ্লেষণ
পাঠ ৪.২: নীতি ও পরিকল্পনা চক্র বিশ্লেষণ
পাঠ ৪.৩: শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি / প্রস্তুতি
পাঠ ৪.৪: বিভিন্ন ধাপ ও কৌশলের ব্যবহার
পাঠ ৪.৫: ব্যয় বিশ্লেষণ ও অর্থের উৎস

পাঠ ৪.১: অবস্থা / প্রয়োজন বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা পরিকল্পনার অবস্থা বিশ্লেষণ কী তা বলতে পারবেন;
- শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে অবস্থা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা পরিকল্পনায় অবস্থা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অবস্থা / প্রয়োজন বিশ্লেষণ দ্বারা শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে পারবেন।

অবস্থা বিশ্লেষণ

নীতি (policy) গ্রহণ ও বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন বা কর্মসূচি (program) তৈরি সকল ক্ষেত্রে প্রথমে যে কাজটি করা হয় তা হলো অবস্থা পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ (situation analysis)। অবস্থা বলতে বোঝায় যা / যে ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে বাস্তবে তার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ। অবস্থা বিশ্লেষণ হলো একটি প্রক্রিয়া (process)। বিভিন্ন ধাপে নানা পদ্ধতি মেনে এটি সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রেও মানবিক উপাদানের প্রয়োজনীয়তা (requirements) খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Witkin ও Altschuld (১৯৯৫) এর মতে, অবস্থা বিশ্লেষণ হলো একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া। যা কোন প্রোগ্রামের লক্ষ্য অর্জন বা সাংগঠনিক উন্নতির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং সম্পদের বরাদ্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এখানে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে। তাঁদের মতে, একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে উপকৃত করার লক্ষ্যে তাদের জন্য গৃহীত নীতি ও প্রেগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ণের জন্য অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে।

অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য চাহিদা নিরূপণ একটি কার্যকরী কৌশল। চাহিদা নিরূপণের জন্য সমাজ, পিতামাতা, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান যে, পরিবর্তিত যুগের পরিবর্তন ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনায় কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত? এ সব উত্তর থেকে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ করা হয় এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাহিদাগুলো বিন্যস্ত করা হয়। ফলে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং শিখনফল ইত্যাদি প্রণয়ন করা এবং এর ভিত্তিতে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ হয়।

অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য পর্যায়ক্রমিক কতগুলো ধাপ অনুসরণ করতে হয়। Murry Print (১৯৮৮)-এর মতে ধাপগুলো হলো- সমস্যা সনাক্তকরণ, যথার্থ উপাদান নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ প্রণয়ন। ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ধারণের জন্য বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উক্ত ধাপগুলি ছাড়াও পূর্ববর্তী শিক্ষা পরিকল্পনাগুলির সাফল্য ও চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরি। এছাড়াও ইউনেস্কো মডেল বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের ধাপগুলো নির্ণয় করেছে এভাবে- বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণ, শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ, বিষয়বস্তু চয়ন, শিখন অভিজ্ঞতা ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি নিরূপণ, শিখন বিষয়বস্তু বিন্যাস, শিখন সামগ্রী রচনা ও ট্রাই আউট এবং ট্রাই আউটের ভিত্তিতে পরিমার্জন, চূড়ান্তকরণ ও মুদ্রণ।

শিক্ষা পরিকল্পনায় অবস্থা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জনগণের চাহিদার গতি-প্রকৃতি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তি, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে দক্ষ মানব সম্পদ ও মানবপুঁজী তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ভোক্তার (users) বা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের উন্নয়নকে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা (aspiration) অর্জন করা।

অবস্থা বা প্রয়োজন বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যবহারকারী / স্টেক-হোল্ডারদের সন্তুষ্টি (satisfaction) অর্জন করা। সুতরাং শিক্ষা পরিকল্পনায় অবস্থা বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো-

- শিক্ষার প্রকৃত অবস্থার চিত্র তুলে আনা
- শিক্ষার গতিধারা ঠিক করা
- জনগণ ও স্টেক-হোল্ডারদের শিক্ষামূলক চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয় করা
- শিক্ষার প্রতিস্তরে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নির্ধারণ করা
- প্রচলিত শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা খুঁজে বের করা
- প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে কর্মপন্থা ঠিক করা।

অবস্থা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা

অবস্থা যাচাই না করে কোন প্রকল্প প্রণয়ন করলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নাও আসতে পারে। প্রকৃত অবস্থা জেনে তদানুযায়ী গ্রহণ করলে ভোক্তার চাহিদা মেটানো যেতে পারে। শিক্ষা পরিকল্পনা চক্র যেসব বিষয় বিবেচনায় এনে অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয় তা হলো–

- ❖ সূচনা বা প্রেক্ষিত (overview)
- ❖ অবস্থার পটভূমি (background of situation)
- ❖ ফলাফল (results)
- ❖ সময় ও ব্যয়ের সীমা (time and cost limit)
- ❖ প্রকল্পের বর্ণনা
- ❖ পরিকল্পনা পর্যায়
- ❖ বিবিধ বিষয়াবলি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পরিকল্পনা প্রণয়ন বা কর্মসূচি নির্ধারণে প্রথমে কোন কাজটি করতে হয়?
ক. লক্ষ্য নির্ধারণ খ. উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ গ. অবস্থা বিশ্লেষণ ঘ. বাজেট প্রণয়ন

২. কোনটি অবস্থা বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য নয়?
ক. শিক্ষকের চাহিদা বিবেচনা করা খ. শিক্ষামূলক চাহিদা নির্ণয় করা
গ. শিক্ষার প্রতিস্তরে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নির্ধারণ ঘ. শিক্ষার গতিধারা ঠিক করা

৩. নিচের কোনটি শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে অবস্থা বিশ্লেষণে বিবেচনা করা হয় না?
ক. সময় ও ব্যয়ের সীমা খ. লক্ষ্যদল গ. অবস্থার পটভূমি ঘ. ফলাফল

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক, ৩. খ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অবস্থা বিশ্লেষণ কী?
২. শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন কেন করা হয়?
৩. অবস্থা বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. অবস্থা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
২. শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নকালে অবস্থা বিশ্লেষণের বিবেচ্য বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৪.২: নীতি ও পরিকল্পনা চক্র বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নীতি ও পরিকল্পনা চক্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- নীতি ও পরিকল্পনা চক্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নীতি ও পরিকল্পনা চক্র বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।

নীতি ও পরিকল্পনা চক্রের উদ্দেশ্য

নীতি ও পরিকল্পনা হলো উর্ধ্বতন স্তর থেকে গৃহীত নীতি বাস্তবায়নের নানারকম বিকল্প কৌশল পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা যেন নীতি বাস্তবায়ন সহজ হয়।

Policy analysis is a technique used in public administration to enable civil servants to examine and evaluate the available options to implement the goals of elected officials. It has defined as the process of 'determining which of various policies will achieve a given set of goals in the light of relation between the policies and the goals.

নীতি বিশ্লেষণকে দুটো বড় ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) প্রচলিত নীতি বিশ্লেষণ যা বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক অর্থাৎ নীতির উন্নয়ন ও ব্যাখ্যার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ।

(২) নতুন নীতি বিশ্লেষণ যা প্রচলিত প্রথাগত অর্থাৎ এতে নীতিসমূহের সংগঠন ও প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

নীতি বিশ্লেষণ এ্যাপ্রোচে স্পষ্টত তিনটি এ্যাপ্রোচ রয়েছে। যথা–

(১) একক বিশ্লেষণ (The analysis-centric)
(২) নীতি প্রক্রিয়া (The Policy process)
(৩) মেটা পলিসি এ্যাপ্রোচ (Meta policy approach)

১. **একক বিশ্লেষণ** (The analysis-centric): একক বিশ্লেষণ অভিগমনে ব্যক্তিগত সমস্যা ও তার সমাধানকে গুরুত্ব দেয়। এর পরিসর সীমিত (micro scale) এবং এর সমস্যা সমাধানে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সবচেয়ে কার্যকর ও ফলপ্রসূ কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক শব্দ দ্বারা সমাধান চিহ্নিত করা।

২. **নীতি প্রক্রিয়া** (The Policy process): নীতি প্রক্রিয়া অভিগমনে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট পক্ষকে কেন্দ্রিয় বিন্দু (focal point) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর পরিসর অনেক ব্যাপক (meta scale) এবং এখানে সমস্যাকে রাজনৈকি দৃষ্টিকোণ (political lens) দিয়ে দেখা হয়। এর উদ্দেশ্য হল কী প্রক্রিয়া, সম্পদ ও নীতি উপাদানসমূহ (যেমন- বিধি, আইন ও সহায়তা) ব্যবহার করা হবে তা নির্ধারণ করা। নীতি প্রক্রিয়া অভিগমন প্রক্রিয়ায় নীতি প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত সুবিধাভোগীদের (stakeholders) ভূমিকা ও প্রভাব ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়।

৩. **মেটা পলিসি এ্যাপ্রোচ** (Meta policy approach): মেটা পলিসি অভিগমন হলো পদ্ধতি ও পরিস্থিতিগত (system and context) অভিগমন অর্থাৎ এর পরিসর ব্যাপক (macro-scale) এবং সাধারণত এর সমস্যার বিশ্লেষণের প্রকৃতি হল কাঠামোগত (structural)। এর উদ্দেশ্য হল পলিসি প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করা অর্থাৎ কি কি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক উপাদান প্রভাব রাখতে পারে তার ভূমিকা ব্যাখ্যা করা।

পাঁচ 'ই' এ্যাপ্রোচ (Five 'E' Approaches)

নীতি বিশ্লেষণ অভিগমনে Five 'E' Approaches খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন–

- ফলপ্রসূতা (Effectiveness): কতটা ফলপ্রসূ? (How effective?)
- সামর্থতা (Efficiency): কতটা সামর্থ রয়েছে? (How efficient?)

- ❖ নৈতিক বিবেচ্য বিষয়াবলী (Ethical Consideration): নৈতিকভাবে কতটা যুক্তিযুক্ত? (How sound?)
- ❖ বিকল্পের মূল্যায়ন (Evaluation of alternatives): কতটা ভাল ? (How good?)
- ❖ প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক পরিবর্তনের সুপারিশসমূহ: কি প্রতিষ্ঠা করা যাবে? (What can be established?)

নীতি ও পরিকল্পনা চক্র

নীতি ও পরিকল্পনা চক্র একটি জটিল বিষয় এবং কাঠামোগত প্রক্রিয়া। এর সাথে জড়িত থাকেন পরিকল্পনাবিদ, নীতি বিশ্লেষক বা গোষ্ঠি ব্যবস্থাপকগণ। নীতি ও পরিকল্পনার উপাদানসমূহ হলো–

১. সমস্যা নির্ধারণ (define the problem)
২. মূল্যায়ন নির্ণায়ক নির্ধারণ (determine evaluation criteria)
৩. বিকল্প নীতিসমূহ চিহ্নিতকরণ (identify alternative policies)
৪. বিকল্প নীতিসমূহের মূল্যায়ন (evaluate alternative policies)
৫. অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত নীতি নির্বাচন (select the preferred policy)
৬. অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত নীতি বাস্তবায়ন (implemented preferred policy)

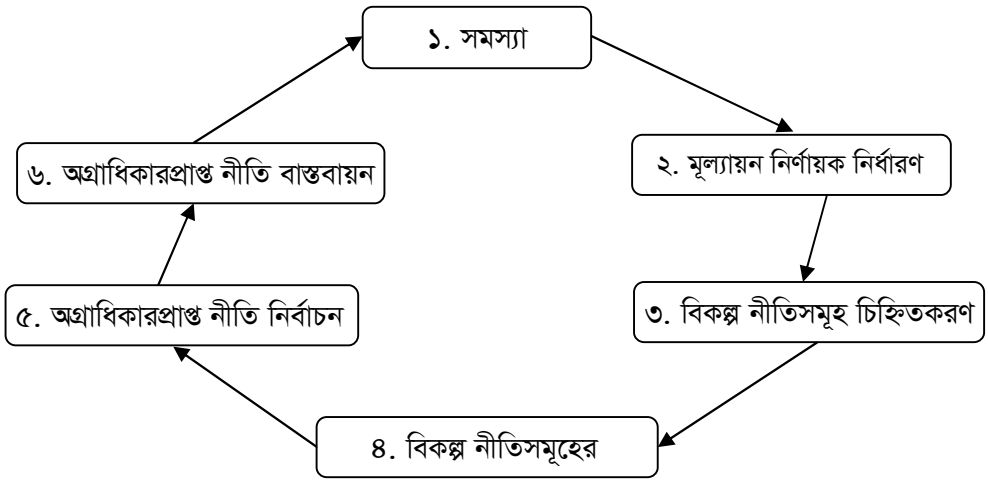

চিত্র : নীতি বিশ্লেষণ বক্স

উৎস: Carl V. Patton and David S. Sawicki Basic Methods of Policy Analysis and Planning

নীতি ও পরিকল্পনা বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যাবলী

নীতি ও পরিকল্পনা বিশ্লেষণে গুণগত ও পরিমাণগত (Qualitative and quantative method) উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়। গুণগত পদ্ধতিতে কেসস্টাডি ও জনগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে পরিমাণগত পদ্ধতিতে জরিপ, পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ (উপাত্ত বিশ্লেষণ) ও মডেল বিল্ডিং ব্যবহার করা হয়।

সময়ের বিবেচনায় কাজের ফলাফল এবং প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে নীতি বিশ্লেষণকে ৬টি মাত্রার ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–

- **ফলাফল** (Effect)

১. ফলপ্রসূতা (Effectiveness): নির্ধারিত সমস্যার উপর নীতি কি প্রভাব ফেলবে?
২. অনিচ্ছাকৃত (Unintended): এই নীতির অনিচ্ছাকৃত প্রভাব কি?
৩. সাম্যতা (Equity): জনসংখ্যার বিভিন্ন দলের উপর এর প্রভাব কিরূপ?

- **প্রয়োগ** (Implementation)

৪. ব্যয় (Cost): এই নীতির আর্থিক ব্যয় কত?

৫. সম্ভাব্যতা (Feasibility): নীতি কি কৌশলগত ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব?

৬. গ্রহণযোগ্যতা (Acceptability): নীতি সংশ্লিষ্টরা এটাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে কি?

নীতি ও পরিকল্পনা বিশ্লেষণকারীর গুণাবলি

নীতি ও পরিকল্পনা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে বিশ্লেষণকারীর নিচের গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যাবলি থাকা প্রয়োজন।

১. নীতি পরিকল্পনা সম্পর্কিত ভাষা জ্ঞান।
২. সংক্ষেপে, পরিস্কারভাবে সাংগঠনিক বিবেচনায় লেখার অভ্যাস।
৩. সহায়ক তথ্যসমূহের ব্যবহারবিধি।
৪. জনগণের সাথে কথা বলা ও অল্পকথা সংকটপূর্ণ (Critical) বিষয়ে তথ্য প্রদান।
৫. সহজ মডেল উদ্ভাবন যেগুলো তাত্ত্বিক ও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক পদ্ধতি দ্বারা সমর্থিত।
৬. বিশ্লেষণে রাজনৈতিক উপাদান সম্পৃক্তকরণ।
৭. নীতি ও কর্মসূচির বিতরণজনিত বিষয়াবলীর মূল্যায়ন করতে পারা।
৮. অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় জানা।
৯. সময় মেনে কাজ করা ও বিশ্লেষণের মূলধনের বিন্যাস করা।
১০. ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন এবং কাজের সামর্থ থাকা অথবা দলকে নেতৃত্ব দেয়া।
১১. কিভাবে নীতি সহায়ক উপাত্ত পাওয়া যায় এবং কিভাবে সেগুলো খুঁজতে হয় সে দক্ষতা ও কৌশল জানা।
১২. অপ্রধান/মধ্যম প্রকার উপাত্তের উৎস ব্যবহারের অনুশীলন।
১৩. গুণগত ও পরিমাণ বিশ্লেষণ দক্ষতার উন্নয়ন করা।
১৪. কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নের নকশা তৈরির নীতিমালা জানা।
১৫. অনিশ্চিত পরিস্থিতি মোকাবেলার (শুরু বা শেষে) সক্ষমতা থাকা।
১৬. আইনগত ভাষা সম্পর্কে দক্ষতা থাকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন (সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।)

১. নীতি বিশ্লেষণে কয়টি এ্যাপ্রোচ ব্যবহার করা হয়?
ক. ২ টি খ. ৩ টি গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি

২. কোন এ্যাপ্রোচে ব্যক্তিগত সমস্যা ও তার সমাধানকে গুরুত্ব দেয়া হয়?
ক. নীতি প্রক্রিয়ায় খ. মেটা পলিসি এ্যাপ্রোচে গ. নৈতিক বিবেচনায় ঘ. একক বিশ্লেষণে

৩. কাজের ফলাফল এবং প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে নীতি বিশ্লেষণকে কয়টি মাত্রায় ভাগ করা যায়?
ক. ৪ টি খ. ৫ টি গ. ৬ টি ঘ. ৭ টি

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ, ৩. গ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ নীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রগুলো কী?
২ নীতি বিশ্লেষণে পাঁচ 'ই' এ্যাপ্রোচ কী?
৩ নীতি ও পরিকল্পনার উপাদানসমূহ কী কী?
৪ গুণগত পদ্ধতিতে কিভাবে নীতি ও পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করা হয়?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. নীতি ও পরিকল্পনা বিশ্লেষণের উপাদাগুলোর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
২. নীতি ও পরিকল্পনা বিশ্লেষণকারীর গুণাবলি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৪.৩: শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করতে সক্ষম হবেন।

কমিউনিজমের যাত্রার প্রারম্ভ ১৯১৭ সালে 'পরিকল্পনা (Planning)' ধারণাটি সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ পরিকল্পনা ধারণাটি গ্রহণ করে।

১৯৬০ এর প্রারম্ভে নব্য স্বাধীন দেশসমূহ তাদের জনগণকে দ্রুত মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনাকে 'অবশ্যই' পালনীয় মনে করে। শিক্ষা পরিকল্পনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগ করলেও তারা দক্ষ বহিঃস্থ পরামর্শকের নির্ভর করে।

বর্তমানে গতানুগতিক পরিকল্পনার (Traditional Planning) পরিবর্তে কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic Planning) অধিক হারে প্রণয়ন করা হয়।

শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

শিক্ষা ও অন্যান্য উন্নয়ন ক্ষেত্রে বর্তমানে কৌশলগত পরিকল্পনা অনুশীলন করা হয় এবং এজন্য চারটি পদ্ধতিগত প্রশ্নের অবতারণা করা হয় প্রতিটি প্রশ্নেই একসেট পরিকল্পনা কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের বিবরণ থাকে।

প্রশ্নগুলো হলো–

১. বর্তমানে আমরা কোথায় আছি? (Where do we stand today?)
২. ভবিষ্যতে আমরা কোথায় যেতে পছন্দ করি? এজন্য আমরা কোন পথ/দিক অনুসরণ করবো? (Where would we like to be in the future? Which directions should we adopt?)
৩. কিভাবে (কোন গতিতে? কত ব্যয়ে? কিভাবে পরিমাপ করে? ইত্যাদি) আমরা সেখানে পৌঁছতে পারবো? (How (at what pace? at what cost? through which specific measures? etc.) Shall we get there?)
৪. আমরা কী সঠিক পথে এগুচ্ছি? এজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে সমন্বয় প্রয়োজন? (Are moving in the right direction? Which adjustments needed?)

উল্লিখিত প্রশ্নের আলোকে শিক্ষা পরিকল্পনার স্তর/চক্রটি হবে নিম্নরূপ–

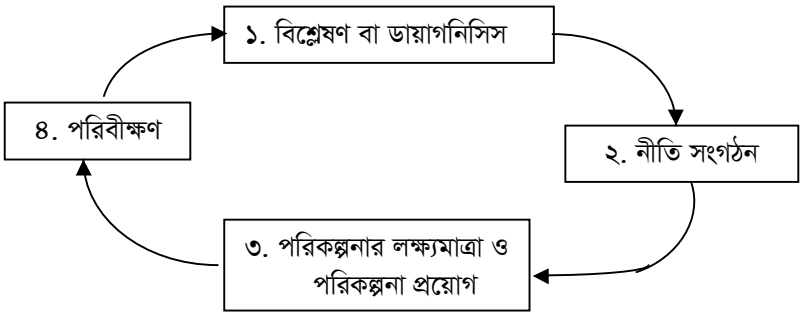

চিত্র: শিক্ষা পরিকল্পনা প্রক্রিয়া চক্র

উৎস: Carl V. Patton and David S. Sawicki Basic Methods of Policy Analysis and Planning

১. বিশ্লেষণ (Diagnosis): শিক্ষাক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থা ও তার পরিবেশ বিশ্লেষণ।
২. নীতি সংগঠন (Policy formulation): লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কৌশল ঠিক রা।
৩. পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা ও পরিকল্পনা প্রয়োগ (Planning targets and Plan Operationalisation): লক্ষ্য সুনির্দিষ্টকরণ এবং সেগুলো অর্জনের উপায় চিহ্নিতকরণ।
৪. পরিবীক্ষণ (Monitoring): অগ্রগতি পরিমাপ ও মূল্যায়ন করা এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি

শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়গুলির- যেমন: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে মন্ত্রণালয়গুলি প্রয়োজন মনে করলে অন্যদের কাছ থেকে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করতে পারেন। ফেডারেল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই কাঠামো ভিন্ন হতে পারে। কারণ রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রিয় সরকারের চিন্তায় পার্থক্য থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় সরকার দেশজ, আন্তর্জাতিক ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ বিবেচনায় রেখে শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করবেন।

পরিকল্পনা তৈরির জন্য অনেক উপক্ষেত্র (sub-sector) ও অগ্রাধিকারমূলক বিষয়ক্ষেত্র (theme area) করে এগুতে হবে। পরিকল্পনীয় প্রতিবেদন তৈরির জন্য একাধিক স্তরভিত্তিক কর্মীদল এবং অর্থ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মীদল করা যায়। তবে শিক্ষা পরিকল্পনার কমিটি হবে মন্ত্রীর নেতৃত্বে।

শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরিতে কোন সুনির্দিষ্ট বিধি বা কাঠামো মেনে চলার বাধ্যবাধকতা নেই। নিচে শিক্ষা পরিকল্পনা সংগঠনের একটি সাংগঠনিক ছক তুলে ধরা হলো–

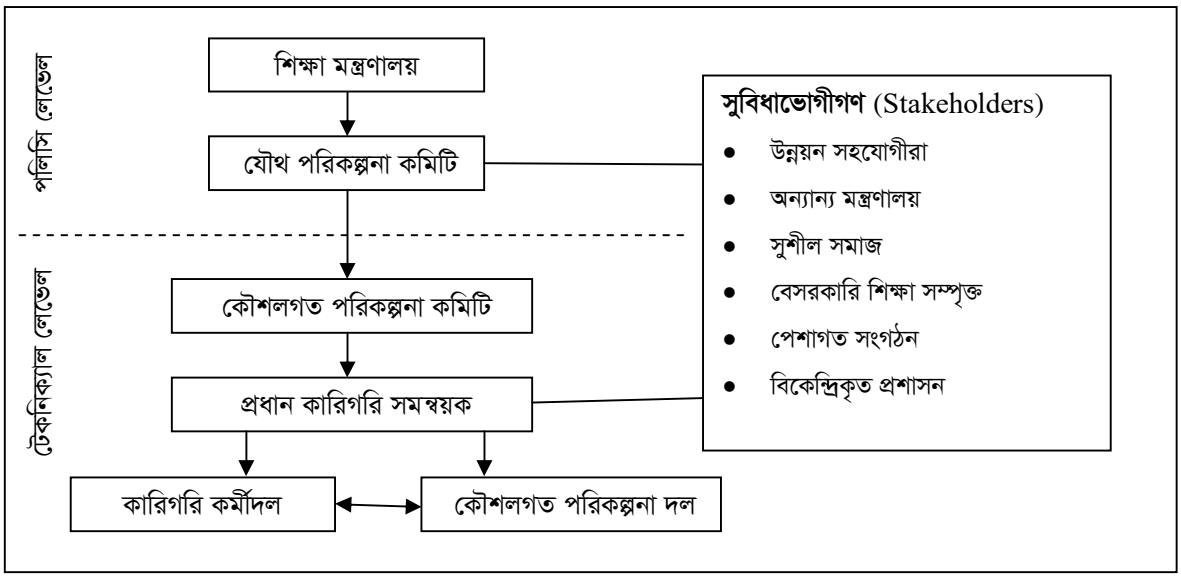

চিত্র: শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরির সংগঠন

(উৎস: IIEP-UNESCO, 2009)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কখন 'পরিকল্পনা' ধারণাটির সৃষ্টি হয়?

ক. ১৭৬০ সালে খ. ১৭৮৯ সালে

গ. ১৯১৭ সালে ঘ. ১৯৪৯ সালে

২. শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন কালে কয়টি পদ্ধতিগত প্রশ্নের অবতারণা করা হয়?

ক. ৩ টি খ. ৪ টি

গ. ৫ টি ঘ. ৬ টি

৩. কার নেতৃত্বে শিক্ষা পরিকল্পনার কমিটি গঠিত হয়?

ক. শিক্ষামন্ত্রী খ. শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

গ. শিক্ষা সচিব ঘ. প্রধান শিক্ষক

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. ক।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ শিক্ষা পরিকল্পনা কী?

২ কখন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ পরিকল্পনা ধারণাটি গ্রহণ করে?

৩ বর্তমানে কোন ধরনের পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দেয়া হয়?

৪ শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে কোন পদ্ধতিগত প্রশ্নেগুলোর অবতারণা করা হয়?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করুন।

২. শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাংগঠনিক কাঠামো উল্লেখপূর্বক কিভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় ব্যাখা করুন।

পাঠ ৪.৪: বিভিন্ন ধাপ ও কৌশলের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প প্রণয়ণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা পরিকল্পনার কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

প্রকল্পের বিভিন্ন ধাপ / পর্যায়সমূহ

গতানুগতিক ধারা মতে পূর্বের শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রধানত: প্রকল্প নির্ভর ছিল। বর্তমানে সেক্টর ওয়াইড এ্যাপ্রোচ (Sector Wide Approach) অর্থাৎ শিক্ষার যে কোন উপখাত উন্নয়নের জন্য সমগ্র উপখাতভিত্তিক ইনক্লুসিভ এ্যাপ্রোচ গ্রহণ করে পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তবে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রকল্প নির্ধারণ ও প্রণয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল (যা পরবর্তী ইউনিটে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

প্রকল্পের জীবন চক্রে সাধারণত বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায় থাকে। প্রকল্পের ধাপ সংখ্যা ও প্রতিধাপের বিষয়াবলী নির্ভর করে প্রকল্পের ধরণ ও সংস্থার উপর। তবে একটি প্রকল্পে সাধারণত চারটি প্রধান পর্যায় (Phases) থাকে। প্রতিটি পর্যায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও অন্যটি থেকে পৃথক। তবে বাস্তবিক ক্ষেত্রে একটি পর্যায় অন্যটির ভিতরে কার্যত ঢুকে পড়ে (overlap) এবং পরেরটি শুরু হবার আগেই এটি শেষ হয়। প্রকল্পের ক্ষেত্রে দাতার (sponsor/donor) ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দাতার মতামতকে 'ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত (business decision)' বলা হয়।

শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন ধাপের উল্লেখ করে থাকেন। তবে প্রধান চারটি ধাপ/পর্যায় নিম্নরূপ–

(১) শুরুকরণ (initiation)
(২) পরিকল্পনাকরণ (planning)
(৩) সম্পন্নকরণ / বাস্তবায়ন (execution/ implementation)
(৪) সমাপ্তকরণ (closing)

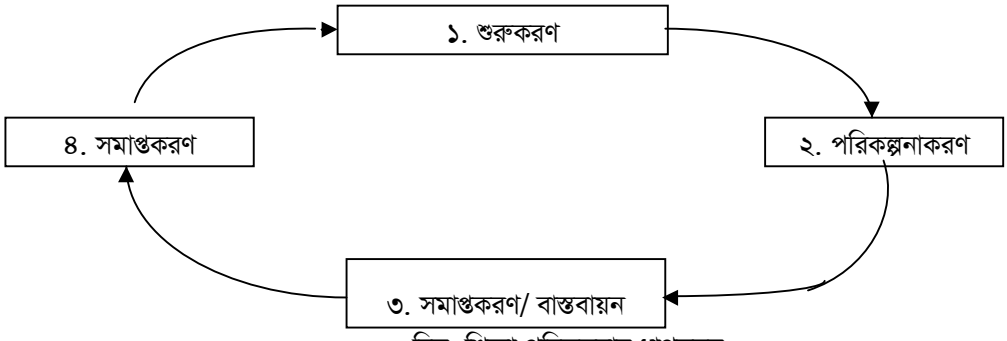

চিত্র: শিক্ষা পরিকল্পনার ধাপসমূহ

উৎস: A general project model Dr. C G Larson, PMP Life Academy, Sweden

১. শুরুকরণ (initiation): এটা প্রকল্পের সূচনা পর্যায়। শুরুর কালে প্রকল্পের সার্বিক পরিসর চিহ্নিতকরণ করে নির্দিষ্ট করা হয়। এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পটি যে প্রতিষ্ঠানের/সংস্থার জন্য যৌক্তিক/উপযুক্ত তার ভিত্তি চিহ্নিতকরণ। এখানে আর্থিক বিষয়াবলী, সময় ও সম্পদসমূহ, সার্বিক পরিসর এবং ঝুঁকিসমূহের বর্ণনা থাকে।

২. পরিকল্পনাকরণ (planning): এই পর্যায়ে প্রকল্প কিভাবে বাস্তবায়ন হবে ও অগ্রগতি লাভ করবে তার বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিবরণ থাকে। এই পর্যায়ের আউটপুটই (output) হলো প্রকল্প পরিকল্পনা। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী হলো–

- বাজেট
- সময় পরিকল্পনা
- পরিসরের বিস্তারিত বিবরণ
- সম্পদ পরিকল্পনা

এছাড়াও মান পরিকল্পনা (quality plan), ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যোগাযোগ পরিকল্পনা ইত্যাদিও থাকতে পারে।

৩. **সম্পন্নকরণ/বাস্তবায়ন**(execution/implementation): পরিকল্পনামত যখন প্রকৃত প্রকল্প কাজ করে তাই বাস্তবায়নকরণ।

৪. **সমাপ্তকরণ** (sing): সব কাজ শেষে, সব তথ্য সংরক্ষণ করে এই প্রকল্প থেকে যা শেখা গেল তার বিবরণ এখানে থাকে।

শিক্ষা পরিকল্পনার কৌশলসমূহ

শিক্ষা পরিকল্পনায় তিনটি ধাপে কৌশলের ব্যবহার করা হয়। যথা–

১. তথ্য একত্রিতকরণ (information gathering)

২. তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ(information processing)

৩. ফলাফল বিশ্লেষণের প্রস্তুতি (preparation of diagnostic results)

১. **তথ্য একত্রিতকরণ** (information gathering): তথ্য ও উপাত্ত হল পরিকল্পনার ভিত্তি। শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সংগ্রহ করে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। তথ্য সংগ্রহের প্রধান উৎস হতে পারে–

- জাতীয় জনমিতিক উপাত্ত ও অভিক্ষেপসমূহ
- জাতীয় গৃহশুমারীর নমুনা ও ফলাফল
- জাতীয় পরিকল্পনার দলিলসমূহ
- অন্যান্য মন্ত্রণালয় (অর্থ, পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট দলিলাদি
- বিদ্যালয় জরীপ সংক্রান্ত তথ্য ও EMIS-এর তথ্যাবলী
- জাতীয় পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য
- বিভিন্ন দাতা সংস্থার প্রতিবেদন
- বিভিন্ন গবেষণা ও জরীপের প্রতিবেদন
- অন্যান্য দলিলাদি (পরিদর্শন প্রতিবেদন, শিক্ষক রেকর্ড ইত্যাদি)।

২. **তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ** (information processing): তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করে তাকে প্রয়োগমুখী করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে বর্তমান অবস্থা জেনে ভবিষ্যতের জন্য কৌশল নির্ধারণ করা হয়। এখানে পরিসংখ্যানিক ও অ-পরিসংখ্যানিক তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা হয়। কৌশলগত পরিকল্পনা দলের নিকট পরিকল্পনা তৈরিতে উল্লিখিত দুই প্রকার তথ্য সাধারণত নির্ভরশীল।

৩. **ফলাফল বিশ্লেষণের প্রস্তুতি** (preparation of diagnostic results): উল্লিখিত দুইটি ধাপ পার হবার পর কৌশলগত পরিকল্পনা দল থেকে কৌশলগত কার্যকরি দলের কাছে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানিক ও অন্যান্য ইনপুট দেয়া হয়। যার দ্বারা কৌশলগত কার্যকর দল–

- শিক্ষা ব্যবস্থার সবল ও দুর্বল দিক শনাক্ত করা যায়
- ভবিষ্যত লক্ষকে সামনে রেখে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক সম্ভাব্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কিছু খসড়া প্রস্তাবনা তৈরি করা যায়। এখানে SWOT (Strength Weakness, Opportunities and Thread) পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. একটি প্রকল্পে সাধারণত কয়টি পর্যায় থাকে?
ক. তিনটি খ. চারটি গ. পাঁচটি ঘ. ছয়টি

২. প্রকল্পের ক্ষেত্রে দাতার মতামতকে কি বলা হয়?
ক. ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত খ. সামষ্টিক সিদ্ধান্ত গ. গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্ত ঘ. ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত

৩. পরিকল্পনার ভিত্তি কী?
ক. জনবল খ. লক্ষ্যদল গ. তথ্য ও উপাত্ত ঘ. আর্থিক বিষয়াবলী

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ , ৩. গ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সেক্টর ওয়াইড এ্যাপ্রোচ কি?
২. শিক্ষা পরিকল্পনায় কয়টি ধাপে কৌশল ব্যবহার করা হয়?
৩. শিক্ষা পরিকল্পনায় সর্বশেষ কোন কৌশল ব্যবহার করা হয়?
৪. পরিকল্পনার কোন স্তরে ভবিষ্যতের জন্য কৌশল নির্ধারণ করা হয়?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রকল্প প্রণয়ণ গুরুত্বপূর্ণ কেন? নির্ণয় করুন।
২. শিক্ষা পরিকল্পনার কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৪.৫: ব্যয় বিশ্লেষণ ও অর্থের উৎস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ব্যয় বিশ্লেষণ কী তা বলতে পারবেন;
- শিক্ষাক্ষেত্র ব্যয় বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষায় অর্থায়ন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষায় অর্থের উৎসগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

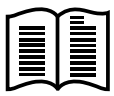

ব্যয় বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বিশ্লেষণ (cost analysis) সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা তৈরি ও পরিবীক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ব্যয় বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারে, কান খাতে ব্যয় কিভাবে প্রত্যাশিত ফল আনতে পারে তার পথ দেখাতে পারে। শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি উন্নয়ন ও বিশ্লেষণে ব্যয় বিশ্লেষণ জরুরি।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বিশ্লেষণে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়–

(১) শিক্ষার ব্যয কত? (How much does education cost?)
অর্থাৎ এক্ষেত্র কি পরিমাণ সম্পদের অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে।

(২) ব্যয় নির্বাহে কে পদক্ষেপ নেবে? (Who is footing the bill?)
অর্থাৎ কারা সরকার, স্থানীয় সম্প্রদায়, পিতা-মাতা, এনজিওসমূহ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বিদেশি অনুদান।

(৩) অর্থ/সম্পদ কি কাজে ব্যবহৃত হবে? (What are the funds used for?)
অর্থাৎ শিক্ষার কোন স্তরে, কাদের জন্য যেমন- শিক্ষক, প্রশাসক, সহায়ক কর্মচারী, শিক্ষা সামগ্রী, রক্ষণাবেক্ষণ, বৃত্তি, সাধারণ ব্যয়, অবকাঠামো উন্নয়ন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য

নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষায় ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়–

- সম্ভাবনা যাচাইয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা, প্রস্তাবনা ও লক্ষ্য বৃদ্ধির নিমিত্তে
- শিক্ষা ব্যয়ের ভবিষ্যৎ স্তর প্রকল্পায়নে
- বিকল্প পন্থায় উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের তুলনাকরণের জন্য
- সম্পদ ব্যবহারের সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য

IIEP (Institute of Education Planning) ১৯৬৮ সালে একটি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে বিশ্বের উন্নয়ন ও উন্নয়নশীল দেশে ব্যয় বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে। IIEP তাদের গবেষণার ফলাফলে দেখতে পান ব্যয় বিশ্লেষণ (cost analysis) শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শিক্ষায় অর্থায়ন কী?

উন্নয়নের ন্যতম শর্ত হলো প্রয়োজন মাফিক অর্থের সংস্থান। অর্থ ছাড়া শুধু শিক্ষা নয় কোন কিছুরই মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। আমেরিকার শিক্ষা বাজেট সম্পর্কে বলা হয়–

'Our education budgets involve a public process that reflects the economics, polities & the moral values we hold as a community and society'.

শিক্ষায় অর্থায়ন বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন- স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী। স্বল্পমেয়াদী অর্থায়ন বাৎসরিক বাজেটে বরাদ্দ থাকে।

Roe শিক্ষায় বাজেট বলতে বুঝিয়েছেন–

'The translation of educational needs into a financial plan which is interpreted to the public in such a way that when formally adopted, it expresses the kind of educational program the community is willing to support, financialy and morally, for a one-year period.'

শিক্ষায় অর্থায়নের উৎস

শিক্ষায় অর্থায়ন বিভিন্নভাবে হতে পারে। শিক্ষার প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলা হয় (অনুচ্ছেদ-১৭)। জাতীয় বাজেটের শতকরা পাঁচ ভাগ বরাদ্দ শিক্ষার জন্য কাঙ্ক্ষিত হলেও বাংলাদেশে ২-৩% এর মধ্যে রয়েছে। শিক্ষায় অর্থায়নের উৎস হচ্ছে–

(ক) রাজস্ব খাত (খ) উন্নয়ন প্রকল্পে বিদেশী সহায়তা

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রেও বিভিন্ন ঋণদান, দাতা ও দাতব্য সংস্থা ঋণ ও অনুদান দিয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে–

- WB- World Bank
- ADB- Asian Development Bank
- IDB – Islamic Development Bank
- EU- European Union
- IMF- International Monitory Fund
- JICA- Japan International Cooperation Agency
- SIDA- Swidish International Cooperation and Development Agency
- CIDA- Canadian International Development Agency

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বিশ্লেষণে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ?
ক. শিক্ষার ব্যয় খ. ব্যয় নির্বাহের পদক্ষেপ গ. কী কাজে অর্থ ব্যয় ঘ. উপরের সবগুলো

২. নিচের কোনটি থেকে সরকার ঋণ গ্রহণ করে না?
ক. ADB খ. SAARC গ. EU ঘ. JICA

৩. 'Our education budget involve a public process ... as a community and society' উক্তিটি নিচের কোন দেশের শিক্ষা বাজেটে বলা হয়েছে?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. বাংলাদেশ গ. যুক্তিরাজ্য ঘ. ভারত

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. খ, ৩. ক।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যয় বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝায়?
২. ব্যয় বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কি?
৩. IIEP তাদের গবেষণায় কী ফল পেয়েছে?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিনিয়োগ ক্ষেত্রে শিক্ষায় বিনিয়োগ-ই সর্বোত্তম'– উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষায় অর্থায়নের উৎস কী? শিক্ষায় অর্থের উৎসগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।